158

ভোরের কাগজ

তারিখ 20 JAN 1998
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

গঠনতন্ত্র সম্পূর্ণ উপেক্ষিত

ছাত্রলীগের সম্মেলন হচ্ছে না, পূর্ণাঙ্গ কমিটি হয়ই না, নেতারা ছাত্র নন

তরুণ সরকার : দেশের সুবৃহৎ ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলন নির্ধারিত সময়ের আড়াই বছর পরও অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। ১৯৯৪ সালে সর্বশেষ সম্মেলন হলেও এখন পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়নি। সাড়ে ৩ বছরে একবার মাত্র কেন্দ্রীয় কমিটির নামে নেতস্থানীয়দের সভা হয়েছে। শীর্ষস্তরের তালিকাভুক্ত নেতাদের একজন ছাড়া বাকিরা এখন কেউ আর ছাত্র নন, অর্থাৎ কেউ কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করেন না। দলের সূত্রগুলো থেকে এবং নেতাদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে।

অর্ধশতাব্দী আগে প্রতিষ্ঠিত, দেশের ছাত্র গণআন্দোলন, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে বিশিষ্ট অবদান রক্ষাকারী এবং শাসক দল আওয়ামী লীগের সমর্থক এই ছাত্র সংগঠনের বর্তমান কেন্দ্রীয় সংস্থার সদস্যদের তালিকা ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় দপ্তর ও নেতাদের কাছে চেয়ে পাওয়া যায়নি। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতিবছর সম্মেলন, কেন্দ্রীয় সংস্থার নিয়মিত সভা, সদস্যদের বয়সসীমা মেনে চলা, সদস্য পদ নবায়ন প্রভৃতি কোনো কার্যক্রমই যথাযথভাবে হয় না বলে জানা গেছে। গঠনতন্ত্র মোতাবেক চালিত না হলে সংগঠনের ক্ষেত্রে তার প্রতিকারের যে বিধান গঠনতন্ত্রে রয়েছে তাও মানা হয়নি।

কেন্দ্রীয় সংস্থার মতোই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও এর ১৩টি আবাসিক হলেও গঠনতন্ত্র মোতাবেক ছাত্রলীগের কমিটি নেই। আজ থেকে ৩/৪ বছর আগে গঠিত এসব 'কমিটি'র প্রধানত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম জানা যায়, অন্য কোনো সদস্যের তালিকা পাওয়া যায় না। ৫টি হলে ঐ দুই শীর্ষ পদ নিয়েও বৈধতা প্রশ্নে সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে রয়েছে বিতর্ক।

সাধারণভাবে ছাত্রলীগের বিভিন্ন জেলা ও তার নিম্ন পর্যায়ের সংগঠনেও কমবেশি একই অবস্থা বিরাজ করছে বলে জানা যায়।

ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রের ১১ (খ) ধারা অনুযায়ী 'জাতীয় কার্যকরী সংসদের কার্যকাল হবে এক বছর। জাতীয় কার্যকরী সংসদ উপরোক্ত সময়ের মধ্যে নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের কাছে দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেবেন।' উল্লেখ্য, ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিকে গঠনতান্ত্রিকভাবে জাতীয় কার্যকরী সংসদ বলা হয়। ১৯৯৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলনে বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তবে সম্মেলনের সময় শুধুমাত্র সভাপতি পদে এনামুল হক শামীম, সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না, যুগ্ম সম্পাদক আফজল বাবু ও শাহজাহান আলম সাজু এবং সাংগঠনিক সম্পাদক পদে অজয় কর খোকনের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। পরবর্তীসময়ে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বিভিন্ন জনকে পৃথক চিঠি দিয়ে জানান যে, তাদের বিভিন্ন পদে নির্বাচিত করা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির কোনো পূর্ণাঙ্গ তালিকা তো নেই-ই, সংগঠনের সূত্রসমূহের মতে, গঠনতন্ত্রে ১০১ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটির বিধান থাকলেও দেড় শতাধিক ব্যক্তিকে সদস্য করা হয়েছে বলে অনুরূপ চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে।

দলের ভিতরের সূত্রগুলো থেকে জানা যায়, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ৪৫ সদস্যের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে একমাত্র দপ্তর সম্পাদক রফিকুল ইসলাম কতোয়াল ছাড়া বর্তমানে অন্যরা আর ছাত্র নন। এর মধ্যে সভাপতি এনামুল হক শামীম ১৯৯১ সালে এবং সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না ১৯৯৭ সালে তাদের ছাত্রজীবনের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। অনেকে পেশাগত ও সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করেছেন। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রায় ২০ জন সদস্য ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছেন বলে জানা যায়। ঢাকা সিটি করপোরেশন, পিডব্লিউডি, এলজিআরডি, সড়ক ও জনপথ প্রভৃতি সংস্থার টেন্ডার বিজ্ঞাপিত কাজ নিয়ে ব্যবসায়ে তারা জড়িত হন। কেন্দ্রীয় কমিটির ১৪ জন সদস্য বর্তমানে বিভিন্ন চাকরিতে নিয়োজিত আছেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শওকত হোসেন নান্নু সদ্যসমাপ্ত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন।

ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রের ১৫ (ঙ) ধারায় উল্লেখ আছে, 'প্রতি দুই মাসে অন্তত একবার জাতীয় কার্যকরী সংসদের সভা বসবে।' গঠনতন্ত্রের ১৪ (খ) ধারায় উল্লেখ আছে, 'জাতীয় পরিষদের সভা অন্তত পক্ষে তিনমাস অন্তর বসবে।' কিন্তু বিগত সাড়ে ৩ বছরে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা হয়েছে একটি এবং জাতীয় পরিষদের সভা হয়েছে মাত্র একটি।

ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত সম্মেলনের তারিখ ঘোষণা বা সম্মেলনের কোনো প্রস্তুতি নেওয়া হয়নি। ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রে উল্লেখ আছে, জাতীয় সম্মেলনের সময় তিন সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন কাউন্সিলররা নির্বাচিত করবেন। গঠনতন্ত্রের ১৯(খ) ধারায় উল্লেখ আছে, 'জাতীয় কার্যকরী সংসদ এক বছরকালের মধ্যে অথবা জাতীয় পরিষদ কর্তৃক বর্ধিত ৬ মাস সময়ের মধ্যে জাতীয় সম্মেলন করতে ব্যর্থ হলে, জাতীয় কার্যকরী সংসদের কাছ হতে সময়মতো দায়িত্ব ও সম্পদ বুঝে নেওয়া নির্বাচন কমিশনের কর্তব্য।' বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটি এক বছরের মধ্যে ও তার পরও সম্মেলন করতে ব্যর্থ হলেও নির্বাচন কমিশন গঠনতন্ত্রে উল্লিখিত দায়িত্ব পালন এখনো করেনি।

ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, ২৭ বছরের বেশি বয়স হলে কেউ আর ছাত্রলীগের প্রাথমিক সদস্যও হতে পারবে না। অছাত্রদের সদস্য করা ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী কাজ। গঠনতন্ত্রের ৫(ক) ধারায় বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনূর্ধ্ব ২৭ বছরের ছাত্র বা ছাত্রী ছাত্রলীগের প্রাথমিক সদস্য হতে পারেন। 'প্রতি শিক্ষাবছরে সদস্যপত্র নবায়ন করা বাঞ্ছনীয়' বলে একই ধারায় উল্লেখ করা হয়। ৫(গ) ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'যেকোনো নিয়মিত ছাত্র ছাত্রলীগের কর্মকর্তা ও কার্যকরী সংসদের সদস্য হতে পারে। চলতি কার্যকালের মধ্যে কারো ছাত্রজীবনে ব্যত্যয় দেখা দিলে কার্যকরী সংসদ তার সদস্যপদ বাতিল বা মেয়াদ পর্যন্ত বহাল রাখতে পারে।' ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ সদস্যের ছাত্রজীবন শেষ হলেও কার্যকরী সংসদ কারো সদস্যপদ বাতিল বা মেয়াদ পর্যন্ত বহাল রাখার কোনো সিদ্ধান্ত এখনো নেয়নি। অবশ্য কমিটির মেয়াদ তো শেষ হয়েই গেছে।

ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সর্বশেষ সম্মেলন ১৯৯৪ সালের ১৯ জুলাই হয়েছিল। পরবর্তী সাড়ে ৩ বছরে পূর্ণাঙ্গ কমিটি তারা গঠন করেনি। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক- এই তিনজন নিয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা গত সাড়ে ৩ বছর দায়িত্ব পালন করে আসছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪টি হল শাখার সর্বশেষ সম্মেলন হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সম্মেলনের আগেই। গত প্রায় ৪ বছরের মধ্যে মাত্র ২টি ছাত্রী হলের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাকি ১২টি হলে ৪ বছর আগে গঠিত কমিটিই বহাল আছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এ সকল হলে কমিটির সদস্য মাত্র দুজন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। ১২টি হলের কমিটির মধ্যে ৫টি হলের কমিটি নিয়ে সংগঠনের মধ্যেই বিতর্ক রয়েছে। অভিযোগ আছে, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের ওপর জবরদস্তি খাটিয়ে ৫টি হলের কমিটির অনুমোদন করা হয়েছিল।